সংবাদ

তারিখ ... 27 FEB 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৪ ...

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের সুফল

বাল্যবিয়ে রোধ ও উচ্চশিক্ষায় ছাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে

রুকুনউদ্দৌলাহ

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট নিরবচ্ছিন্ন উপবৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে দেশের দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা নিশ্চিতকরণের কর্মসূচি শুরু করেছে। ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রায় তিন লাখ শিক্ষার্থীর মাঝে ২৬৪ কোটি ৬০ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এ কর্মসূচির সুফল হিসেবে একদিকে বাল্যবিয়ে রোধ হচ্ছে, অন্যদিকে উচ্চ শিক্ষায় ছাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে এবং ঝরে পড়া হ্রাস পেয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী এই ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) মো. নূরুল আমিন জানান, অর্থের অভাবে শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্যে দেশের সব স্কুল, কলেজ মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দেয়ার জন্যে একটি 'ট্রাস্ট ফান্ড' গঠনের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১০ সালের ২০ এপ্রিল পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়কে একটি লিখিত নির্দেশনা দেন। এই নির্দেশনা অনুযায়ী ২০১১ সালের ১২ ডিসেম্বর 'প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১১ অনুমোদন করা হয়। ২০১২ সালের ১১ মার্চ অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদের অধিবেশনে তা পাস হয়।

সূত্র জানায় ২০১৩ সালের ৩০ জুন প্রধানমন্ত্রী স্নাতক (পাস) ও সমমানের ছাত্রীদের মাঝে সরাসরি উপবৃত্তি বিতরণের মাধ্যমে ট্রাস্টেও কার্যক্রম উদ্বোধন করেন।

ট্রাস্ট সূত্র জানায়, এই ট্রাস্টে সিডমানি হিসেবে প্রাপ্ত এক হাজার কোটি টাকার এফডিআর করা হয়েছে। ট্রাস্টের স্থায়ী আমানত ১০ হাজার কোটি টাকায় উন্নীত করার পরিকল্পনা আছে ছাত্রীর : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৩

ছাত্রীর : সংখ্যা বাড়ছে

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

কর্তৃপক্ষের। এ পর্যন্ত যে উপবৃত্তি দেয়া হয়েছে তার মধ্যে ২০১২-১৩ অর্থ বছরে দুই হাজার ৭১১ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এক লাখ ২৯ হাজার ৮১০ জন ছাত্রীর মধ্যে ৭২ কোটি ৯৫ লাখ টাকা, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী উপবৃত্তির আওতায় ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ওই বছর ১৪ হাজার ৬৭৭ জন ছাত্র এবং এক লাখ ৪৮ হাজার ৪০২ জন ছাত্রীর মধ্যে ৯১ কোটি ৬৫ লাখ তিন হাজার ৯৮০ টাকা এবং ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ৯৯ জন ছাত্রছাত্রীকে ভর্তি নিশ্চিতকরণে দুই লাখ ৪১ হাজার টাকা, দুর্ঘটনায় আহত ছয় জন ছাত্রছাত্রীর চিকিৎসার জন্য ৯৫ হাজার টাকা ও এক দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীকে ৫০ হাজার টাকার বিশেষ সহায়তা প্রদান করা হয়।

শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, মানব সম্পদ উন্নয়নে এ যাবৎকালে সরকার কর্তৃক গ্রহীত গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচির মধ্যে উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচি অন্যতম। প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে উপবৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে বাল্যবিয়ে রোধ হবে। ছাত্রী ঝরে পড়া হ্রাস পাবে এবং নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধিসহ নারীর ক্ষমতায়ন সম্প্রসারিত হবে মর্মে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। দেশের দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার সর্বজনীন মৌলিক মানবাধিকারের সুযোগ নিশ্চিত করার মাধ্যমে বাংলাদেশ তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য তথা দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ অর্জনে এই ট্রাস্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমি দৃঢ় আশাবাদ পোষণ করছি।